# দ্বিতীয় প্রশিক্ষণ ফলো–আপ কর্মশালা, পটুয়াখালী
## সময়কাল ঃ ১৫–১৬ই অক্টোবর, ১৯৮৯

পটুয়াখালী জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়ে পটুয়াখালী জেলার উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত মৎস্য অধিদপ্তরীয় কর্মকর্তাদের দ্বিতীয় প্রশিক্ষণ ফলো–আপ কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়। এতে মৎস্য অধিদপ্তরের মোট ১১ জন কর্মকর্তা এবং বেসরকারী উন্নয়নমূলক সংস্থার ২ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন (মোট ১৩ জন)। পূর্ব প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী মীর্জাগঞ্জ উপজেলার ক্ষেত্র সহকারী জনাব মোঃ আব্দুল হাই চাকুরীচ্যুত হওয়ায় বর্তমান প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। বর্তমান কর্মশালাটির মূল উদ্দেশ্য ছিলোঃ

ক. উপজেলা এবং গ্রাম সংক্রান্ত দ্রুত অবস্থা নিরূপণ (RA) কার্যক্রমের অগ্রগতি মূল্যায়ন

খ. দ্রুত অবস্থা নিরূপণ কার্যক্রমে সবল ও দূর্বল দিকসমূহ নির্ণয় এবং তা সংশোধনের (দুর্বলতা) মাধ্যমে কার্যকরী পদক্ষেপ নিরূপণ।

উল্লেখিত উদ্দেশ্যের ভিত্তিতেই বর্তমান কর্মশালাটি অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

কর্মশালায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের নামের তালিকা নিম্নরূপঃ

| ক্রমিক নং | নাম | পদবী | উপজেলা |
|---|---|---|---|
| ১. | কাজী আবুল কালাম | জেলা মৎস্য কর্মকর্তা | পটুয়াখালী |
| ২. | মোঃ মতিউর রহমান | উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা | পটুয়াখালী সদর |
| ৩. | মোঃ শাহজাহান | মৎস্য জরিপ কর্মকর্তা | ঐ |
| ৪. | মোঃ রুহুল আমিন | সহঃ মৎস্য কর্মকর্তা | ঐ |
| ৫. | আব্দুস সালাম | ক্ষেত্র সহকারী | ঐ |
| ৬. | মোঃ রেজাউল করিম | উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা | মীর্জাগঞ্জ |
| ৭. | মোঃ রমজান আলী | ঐ | গলাচিপা |
| ৮. | মোঃ মোজাম্মেল হক | সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা | ঐ |
| ৯. | মোঃ বজলুর রশিদ | উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা | কলাপাড়া |
| ১০. | মোঃ শামসুল হক | সহঃ মৎস্য কর্মকর্তা | ঐ |
| ১১. | আব্দুল মজিদ খান | সহঃ মৎস্য কর্মকর্তা | দশমিনা |
| ১২. | মোঃ হারুন | অঞ্চল সমন্বয়কারী, মৌডুবী, এস, সি, ই | গলাচিপা |
| ১৩. | মোঃ নূরুল ইসলাম | জাতীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি | পটুয়াখালী |

উল্লেখ্য পটুয়াখালীর মোট ৬টি উপজেলার মধ্যে ৫টি উপজেলার প্রতিনিধিরা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করছেন। বাউফল উপজেলায় কোন উপজেলা কর্মকর্তা না থাকার ফলে বাউফল থেকে কেউ অংশগ্রহণ করছেন না। তবে পটুয়াখালী সদর উপজেলার কোন কর্মকর্তার মাধ্যমে বাউফলের কাজ তত্ত্বাবধান করা হবে বলে জেলা মৎস্য কর্মকর্তা জানান।

### কর্মশালার সার–সংক্ষেপ ঃ

কর্মশালায় উপস্থিত ১৩ জন কর্মকর্তা মোট ৫টি উপজেলাওয়ারী ছোট দলে বিভক্ত ছিলো। ছোট দলগুলো পূর্বেই তৈরীকৃত "উপজেলা সংক্রান্ত তথ্যাবলীর" খসড়া বিবরণী (Draft) এবং নির্বাচিত গ্রামসমূহের "গ্রাম সংক্রান্ত তথ্যাবলীর" খসড়া বিবরণী উপস্থাপন করেন। এক একটি উপজেলার উপস্থাপনা সমাপ্ত হলে পরে অন্যান্য উপজেলার সদস্যদের মধ্য থেকে জানতে চাওয়া হয় যে, পঠিত এ প্রতিবেদনটিতে আরো কিছু সংযোজন হতে পারে কি–না অথবা প্রতিবেদনে কি কি ভুল আছে। অংশগ্রহণকারীদের মতামতগুলো যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা হয় এবং প্রতিবেদনসমূহের সমৃদ্ধকরণের স্বার্থে তা প্রকাশ করা হয়। নভেম্বর '৮৯ মাসে অনুষ্ঠিতব্য কর্মশালার পূর্বেই সংশোধনীসমূহ যথার্থভাবে সংযোজনের মাধ্যমে চূড়ান্ত প্রতিবেদন তৈয়ার হবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

## ক. উপজেলা সংক্রান্ত তথ্যাবলী ঃ

একমাত্র বাউফল উপজেলা ব্যতীত সমস্ত উপজেলার তথ্য সংগ্রহ এবং প্রাথমিক খসড়া প্রতিবেদন লেখা শেষ হয়েছে। এ ধরনের একটি খসড়া প্রতিবেদনের নমুনা বর্তমান প্রতিবেদনের সাথে সংযোজিত হলো। খসড়া প্রতিবেদনের সাথে সাথে সংযোজনীগুলোও তৈয়ার করা হয়েছে।

খসড়া প্রতিবেদনে যে সমস্ত তথ্য সংযোজিত হয়েছে, তার সারবিষয়বস্তু নিম্নরূপঃ

১. উপজেলার ইতিহাস
২. উপজেলার সীমানা
৩. বিশেষ পরিচিতি
৪. শিল্প কারখানা
৫. ব্যবসা-বানিজ্য
৬. উপজেলার আয়তন
৭. উপজেলার লোক সংখ্যাঃ মোট, পুরুষ ও মহিলা
৮. উপজেলার সংখ্যগত সব তথ্য, যেমনঃ ইউনিয়ন, মৌজা, গ্রাম, জমি ইত্যাদি
৯. শিক্ষাগত অবস্থা
১০. ধর্মীয় অবস্থা
১১. হাট-বাজার
১২. যোগাযোগ ব্যবস্থাঃ রাস্তাঘাট-পরিমাণ, প্রকারভেদ, যানবাহন ও অন্যান্য
১৩. উপজেলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহ
১৪. মৎস্যজীবী গ্রাম, সংগঠন, মৎস্য ব্যবসায়ী সমিতি ইত্যাদি
১৫. বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ইউনিয়নওয়ারী পরিসংখ্যান
১৬. জেলে-গ্রাম, লোক সংখ্যা-পুরুষ ও মহিলা
১৭. সামাজিক শ্রেণী বিন্যাস
১৮. কুসংস্কারগত অবস্থা
১৯. শোষণ প্রক্রিয়ার ধরণ এবং রূপ
২০. আয় ও কর্মসংস্থানগত অবস্থা
২১. পুকুর, জলাশয়ের পরিমাণ, সংখ্যা, আয়তন (ক্যাটাগরি অনুযায়ী)
২২. মৎস্য আহরণ ক্ষেত্রসমূহ
২৩. আহরিতব্য এবং আহরণকৃত মৎস্য প্রজাতি
২৪. মৎস্য আড়ত এবং মৎস্য অবতরণ ক্ষেত্রসমূহ
২৫. মৎস্য আহরণ মৌসুম
২৬. বাজারজাতকরণ/প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র
২৭. মাছ ধরার উপকরণ

যে সমস্ত সংযোজনী তৈয়ার করা হয়েছে, তা ছিলো নিম্নরূপঃ

১. উপজেলার মানচিত্র-মানচিত্রে ৮-১০টি মৎস্য সম্পর্কীত তথ্য
২. ফসল বিন্যাস (Cropping Pattern)
৩. শ্রম চাহিদার পঞ্জী (Labour demand Calendar)
৪. আহরণ, মূল্যমান এবং চাহিদার সম্পর্ক
৫. ফসল প্রবণতা (Cropping trend)

## খ. গ্রাম সংক্রান্ত তথ্যাবলী ঃ

প্রথম প্রশিক্ষণ ফলো-আপ কর্মশালায় ৬টি উপজেলায় ২৪টি গ্রাম নির্বাচন করা হয়েছিলো। বর্তমান কর্মশালায় যেহেতু বাউফল থেকে কেউ অংশগ্রহণ করেনি, সেহেতু মোট ৫টি উপজেলায় মোট ১৮টি গ্রামের সামগ্রিক তথ্য সংগ্রহ এবং খসড়া প্রতিবেদন তৈয়ার শেষ হয়েছে এবং কর্মশালায় উপস্থাপন করা হয়েছে। গ্রাম নির্বাচন পরিবর্তন হয়েছে শুধুমাত্র পটুয়াখালী সদরে (মৎস্যজীবি সমিতি) ২টি এবং গলাচিপায় ১টি। নতুন নির্বাচিত গ্রামগুলো যথাক্রমে নন্দী পাড়া, ভাজনা জোয়াল এবং কহেরচর (পূর্ব নির্বাচিত

ছিল কাছিছিরা, শেহাকাঠি এবং খাসমহল)। গ্রামভিত্তিক তথ্য উপস্থাপনার নমুনা বর্তমান প্রতিবেদনের সাথে সংযুক্ত করা হলো। নির্বাচিত প্রতিটি গ্রামেরই আলাদা আলাদা প্রতিবেদন তৈয়ার করা হয়েছে। গ্রামভিত্তিক তথ্য রেকর্ডের সারবিষয়সমূহ নিম্নরূপঃ

১. গ্রাম পত্তনের জানা ইতিহাস
২. গ্রামের সীমানা এবং লোক সংখ্যা
৩. জেলে পরিবার, লোক সংখ্যা–পুরুষ ও মহিলা
৪. ধর্মীয় অবস্থা
৫. আবাসিক অবস্থা
৬. স্বাস্থ্যগত অবস্থা
৭. যোগাযোগ ব্যবস্থা
৮. শিক্ষাগত অবস্থা, শিক্ষার হার, শিক্ষার প্রবণতা
৯. স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনাগত অবস্থা
১০. পানীয় জল ও পয়ঃপ্রণালী
১১. খাদ্যাভ্যাস, খাদ্য প্রাপ্তি
১২. মৎস্য আহরণ ক্ষেত্র
১৩. মৎস্য আহরণ সংক্রান্ত উপকরণাদি, মৌসুম অনুযায়ী জাল ব্যবহার
১৪. অর্থনৈতিক অবস্থা, আয় ও ব্যয়
১৫. বেকারত্ব
১৬. মহিলাদের অবস্থা
১৭. বিকল্প কর্মসংস্থান
১৮. মৌসুম–ভিত্তিক মাছের মূল্যের তারতম্য
১৯. হাটবাজার
২০. মৎস্য অবতরণ, বাজারজাতকরণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ
২১. মাসিক গড়ে আহরিত মাছের পরিমাণ
২২. শোষণ প্রক্রিয়া
২৩. স্থানীয় প্রচলিত ঋণ ব্যবস্থা
২৪. সমস্যা সমাধানের প্রতিবন্ধকতা
২৫. স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের চাহিদা
২৬. সামাজিক মর্যাদার অবস্থা ও সামাজিক নির্যাতন
২৭. সাংগঠনিক অবস্থা
২৮. ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড
২৯. সমাজ সেবা
৩০. জলমহালের উপর কর্তৃত্ব
৩১. স্বনির্ভরতা অর্জনে জেলেদের নিজস্ব ভাবনা
৩২. রোগবালাই
৩৩. কুসংস্কার

উল্লেখিত বিষয়ের আলোকে প্রতিবেদন তৈয়ার করা হয়েছে এবং এর সাথে কিছু সংযোজনী তৈয়ার করা হয়েছে।

গ. উপরে উল্লেখিত উপজেলা এবং গ্রাম পর্যায়ে "দ্রুত অবস্থা নিরূপণ" কার্যক্রমে যে সমস্ত মৌলিক বিষয় সংযুক্ত হয়েছে, তারই সারসংক্ষেপ মাত্র। বর্তমান প্রতিবেদক এবং অংশগ্রহণকারী মনে করেন যে এ সমস্ত বিষয়ের অতিরিক্ত নিম্ন বিষয়সমূহও সংযোজিত হওয়া উচিতঃ

১. স্বাস্থ্যঃ হাসপাতালে বেড–প্রতি জনসংখ্যার হার এবং ডাক্তার–প্রতি জনসংখ্যার হার
২. টিউবওয়েলঃ জনসংখ্যা প্রতি স্থাপন হার
৩. মাছ আহরণঃ জাত–মৌসুম–পরিমাণ–উপকরণ
৪. ঋণগ্রহণ অবস্থাঃ ব্যাংক–দাদন–অন্যান্য
৫. ব্যাংক ঋণঃ ব্যাংকের নাম, মোট ঋণ, অনাদায়ী ঋণ, আদায় হার
৬. জনসংখ্যা তথ্যঃ বর্গমাইল–প্রতি বসতি, স্ত্রী পুরুষ হার

৭. ভূমিহীনতার হার ও প্রবণতা
৮. বরফ কলঃ ক্ষমতা
৯. জেলেদের কত অংশ গভীর সমুদ্র, সমুদ্র মোহনা এবং আভ্যন্তরীন জলাশয়ে মাছ ধরে
১০. প্রতিটি প্রতিবেদন শেষেই প্রতিবেদকদের সুপারিশ ও পরামর্শমালা (Suggestions & Recommendation) সংযুক্ত করা
১১. নতুন সংযোজনী যুক্তঃ এলাকার প্রচলিত মাছ ধরার উপকরণ ও নৌকার নক্সা চিত্র
১২. বিষয় বর্ণনায় বিশ্লেষণমূখী হওয়া

ঘ. প্রতিটি প্রতিবেদন চূড়ান্তভাবে উপস্থাপনের সময় একটি কভার পেজ (Cover page) থাকবে এবং এতে উপজেলা, গ্রাম, সময়কাল এবং প্রতিবেদকদের নাম উল্লেখ থকবে।

ঙ. আগামী ৪-১১ ই নভেম্বর'৮৯ অনুষ্ঠিতব্য, চূড়ান্ত কর্মশালার পূর্বেই উপজেলা এবং গ্রাম-পর্যায়ের প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণ এবং টাইপিং করা হবে এবং প্রতিবেদনগুলো কর্মশালায় পেশ করা হবে।
পরিশেষে সবাইকে আরো পরিশ্রমী, বিশ্লেষণমূখী এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় আরো সৃজনশীল ও চ্যালেঞ্জমূখী হওয়ার আহবান জানিয়ে দুই দিন ব্যাপী কর্মশালাটির সমাপ্তি টানা হয়।

# প্রশিক্ষণ ফলো–আপ কর্মশালা- ২,(বরগুনা)

| | | |
|---|---|---|
| কোর্সের নাম | ঃ | প্রশিক্ষণ ফলো-আপ কর্মশালা |
| সময়কাল | ঃ | ১৫-১৬ অক্টোম্বর, ১৯৮৯ ইং |
| স্থান | ঃ | জেলা মৎস্য কার্য্যালয়, বরগুনা |
| প্রশিক্ষক ও প্রতিবেদক | ঃ | এম বারী চৌধুরী, কার্য্যক্রম কর্মকর্তা গণ উন্নয়ন কেন্দ্র, চট্টগ্রাম |
| অংশগ্রাহণকারীর সংখ্যা | ঃ | ৯ (নয়) জন |

| | | |
|---|---|---|
| উপস্থিত | ঃ | ৯ জন |
| অনুপস্থিত | ঃ | মীর সাব্বীর আহম্মেদ<br>উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা<br>বেতাগী |
| নতুন অংশগ্রহণকারী | ঃ | জগদীশ চন্দ্র বসু<br>ক্ষেত্র সহকারী<br>আমতলী |

## প্রশিক্ষণার্থীর তালিকা

| ক্রমিক নং | নাম ও পদবী | উপজেলা | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| ১. | মোঃ আমির হোসেন<br>জেলা মৎস্য কর্মকর্তা | বরগুনা | |
| ২. | শংকর চন্দ্র হাওলাদার<br>উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা | পাথরঘাটা | |
| ৩. | আলাউদ্দিন আহম্মেদ<br>উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা | বামনা | |
| ৪. | আবুল কালাম আজাদ<br>মৎস্য জরীপ কর্মকর্তা<br>জেলা মৎস্য অফিস | বরগুনা | |
| ৫. | মোঃ জাহাঙ্গীর মিয়া<br>উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) | বরগুনা | |
| ৬. | মোঃ মাহববুল আলম<br>উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) | আমতলী | |
| ৭. | মোঃ শাহ আলাম<br>সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা | বামনা | |
| ৮. | মোঃ নূরুল ইসলাম<br>সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা | পাথঘাটা | |
| ৯. | জগদীশ চন্দ্র বসু<br>ক্ষেত্র সহকারী | আমতলী | |

## প্রশিক্ষণ ফলো–আপ কর্মশালা কার্যবিবরণীঃ

পারস্পারিক আলাপ-আলোচনা ও কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে ফলো-আপ কর্মশালার কাজ শুরু হয়। প্রারম্ভেই প্রশিক্ষক সকলের সময়মত উপস্থিতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য যে, জেলা মৎস্য কার্যালয়, বি. ও. বি. পি কর্তৃক প্রেরীত টেলিগ্রাম-এর ভুল ব্যাখ্যা করে ইতিমধ্যে প্রশিক্ষণ ১৫/১৬ তাং অনুষ্ঠিত না হবার তথ্য সকল উপজেলায় প্রেরণ করে। অতঃপর প্রশিক্ষক বরগুনা উপস্থিত হলে জরুরী ভিত্তিতে টেলিফোন ও দূত মারফত সকল উপজেলায় পুনঃ সংবাদ প্রেরণ করে সকলকে যথাসময়ে প্রশিক্ষণে হাজির করতে সক্ষম হন। ঐ সময় আশা করা হচ্ছিল যে, বেতাগী উপজেলা কর্মকর্তা হয়তবা বিলম্বে হলেও উপস্থিত হবেন। যদিও শেষ পর্যন্ত তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। অতঃপর গত কর্মশালার কর্মপরিকল্পনা পর্যালোচনা সাপেক্ষে মূল কাজের সূত্রপাত হয়।

উপস্থিত ৮টি উপজেলা তাদের জরীপ প্রতিবেদন জমা দেন। এরমধ্যে পাথরঘাটা ও আমতলী উপজেলার প্রতিবেদন ছিল সম্পূর্ণ। বরগুনা সদর ও বামনা উপজেলার প্রতিবেদন ছিল যথাক্রমে ৭০% ও ৪০% সম্পন্ন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, সদর উপজেলায় কেবল মাত্র ১ জন সহকারী কর্মকর্তা কর্মস্থলে রয়েছেন। অন্যদিকে বামনা উপজেলা কর্মকর্তা গত কর্মশালায় অনুপস্থিত থাকার কারণে পিছিয়ে রয়েছেন। যদিও সকলে যথাসময়ে প্রতিবেদন সম্পন্ন করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। বিষয়টি জেলা মৎস্য কর্মকর্তা জনাব আমির হোসেন সাহেবেরও নজরে রয়েছে।

তারপর প্রত্যেক উপজেলা পৃথক পৃথকভাবে নিজ প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। লক্ষ্যণীয় বিষয় ছিলো প্রত্যেকে গত কর্মশালায় প্রণীত কাঠামো অনুসরণ করেছেন।

## প্রতিবেদন উপস্থাপন পদ্ধতি ও পরামর্শ ঃ

প্রত্যেক উপজেলা একে একে প্রতিবেদন কাঠামোর প্রতিটি বিষয় পাশাপাশি উপস্থাপন করে। এতে করে তুলনামূলক আলোচনা, সবলতা ও দুর্বলতা চিহ্নিতকরণ ও পরামর্শের ক্ষেত্র চিহ্নিত করতে সুবিধা হয়।
প্রত্যেক উপজেলা দলীয় পরামর্শ লিখে নেন এবং পরবর্তীতে সেভাবে সংশোধন করে নেবেন বলে জানান।
দীর্ঘ সময় ধরে এভাবে প্রত্যেকের উপজেলা ও গ্রাম প্রতিবেদন নিরীক্ষণ করা হয়। অবশেষে দেখা যায়, পাথরঘাটা উপজেলার প্রতিবেদন ৯৫% সঠিক হয়েছে। বাকী তিনটি উপজেলারই প্রতিবেদনে ব্যাপক সংস্কার আনতে হবে। যার আনুমানিক হার হতে পারে যথাক্রমে সদর উপজেলা ৬০%, আমতলী ৪০% বামনা ৮০%।
প্রতিবেদন নিরীক্ষণের নাতিদীর্ঘ আলোচনা শেষে সকলে মত প্রকাশ করেন যে, পরবর্তীতে তাঁরা আরো সফলভাবে প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করতে পারবেন।

## উপজেলা ভিত্তিক প্রতিবেদনের গুণগত মান সম্পর্কে প্রতিবেদকের ধারণা বা মতামত ঃ

**পাথরঘাটা ঃ** কর্মকর্তা ও সহকারী কর্মকর্তার উপস্থিতি, উভয়ের মধ্যেকার পারস্পরিক সু-সম্পর্ক ও কাজের প্রতি আন্তরিকতা। তা'ছাড়া উপজেলা কর্মকর্তার উপস্থিতি ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

**বামনা ঃ** কর্মকর্তা ও সহকারী কর্মকর্তা থাকলেও গত কর্মশালায় উপজেলা কর্মকর্তার অনুপস্থিতি।

**বেতাগী ঃ** কেবলমাত্র কর্মকর্তা একাই রয়েছেন। যদিও এই উপজেলার প্রতিবেদন সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি।
**আমতলী ঃ** উপজেলা কর্মকর্তার পদটি শুন্য। ক্ষেত্র সহকারী একেবারেই নুতন। বলতে গেলে সহকারী কর্মকর্তা একাই কাজটি করছেন।
**বরগুনা সদর ঃ** সহকারী কর্মকর্তা ব্যতীত কোন লোকবল নেই।

বতর্মান কর্মশালায় প্রতিটি উপজেলাকে এককভাবেও পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। একাজে পাথরঘাটা উপজেলা কর্মকর্তাকে রিসোর্স পার্সন হিসাবে কাজে লাগানো হয়েছিল।
সর্বোপরি বর্তমান কর্মশালার সাফল্য, ব্যর্থতা ও পদক্ষেপ উপস্থিত জেলা মৎস্য কর্মকর্তাকে পুনরায় সংক্ষেপে অবগত করিয়ে পরবর্তীতে সকলের সাফল্য কামনা করা হয়।

## কর্ম পরিকল্পনা ঃ

১. প্রত্যেক উপজেলা অবশ্যই আগামী ১লা নভেম্বরের মধ্যে বর্তমান পরামর্শ মোতাবেক সংশোধন করে জরীপ প্রতিবেদন জেলা কার্যালয়ে জমা দেবেন।
২. বেতাগী উপজেলা যাতে যথানিয়মে ও যথাসময়ে প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে পারেন সে ব্যাপারে জেলা মৎস্য কর্মকর্তা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন। এ ব্যাপারে প্রশিক্ষক পাথরঘাটা উপজেলাকে কাজে লাগানোর পরামর্শ দেন।
৩. উপজেলা জরীপ প্রতিবেদনে "এক নজরে উপজেলা" শিরোনামে তথ্যবহুল বিষয়টি অন্তভুর্ক্ত করা হবে।
৪. মানচিত্রসমূহে বিভিন্ন রং এর ব্যবহার করা গেলে ভাল হতো।
৫. জেলা কার্য্যালয়ে অবস্থানরত জরীপ কর্মকর্তা কম লোকবল সম্পন্ন উপজেলাসমূহে সহায়তা প্রদান করবেন এবং প্রয়োজনীয় উপাত্ত ও তথ্য সরবরাহ করবেন।
৬. প্রস্তাবিত ৪-১১ নভেম্বর, ১৯৮৯ পরবর্তী কর্মশালা বরগুনায় অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সকলে দ্বিমত পোষণ করেন। দীর্ঘ সময়ের জন্য সকলের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থার কোন সুযোগই বরগুনাতে নেই। এ ব্যাপারে জেলা মৎস্য কর্মকর্তা যোগাযোগ করবেন। এবং কর্মশালার সুনির্দ্দিষ্ট তারিখ বি. ও. বি. পি চিঠির মাধ্যমে জানাবেন।

পারস্পরিক শুভেচ্ছা বিনিময় করে কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।